যুগান্তর

তারিখ 28 JUN 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

তেইশ শতাধিক শিক্ষার্থীর সই জাল

শেকৃবিতে ছাত্রলীগের স্মার্ট চাঁদাবাজি!

যুগান্তর রিপোর্ট

রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শেকৃবি) তেইশ শতাধিক শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর জাল করে সাড়ে চার লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিনব কৌশল এঁটেছে শেকৃবি শাখা ছাত্রলীগের কয়েক নেতাকর্মী। ছাত্রলীগের এমন জালিয়াতির খবর ফাঁস হলেও নেতাদের হুমকিতে ন্যূনতম প্রতিবাদ করার সাহস পাচ্ছেন না শিক্ষার্থীরা।

বুধবার চতুর্থ বর্ষের এক শিক্ষার্থী এ নিয়ে প্রতিবাদ করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব সিরাজউদ্দৌলা হলের ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক গৌতম রায় কয়েক অনুসারীকে নিয়ে ওই শিক্ষার্থীকে বেধড়ক পিটিয়েছে। এ নিয়ে দু'গ্রুপের মারামারিতে ছুরির আঘাতে গুরুতর জখম হন দুই শিক্ষার্থী। আহত দুই শিক্ষার্থী বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক শাখায় খবর নিয়ে স্বাক্ষর জালিয়াতির বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে। প্রাপ্ত তথ্যমতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কবি নজরুল ইসলাম হলের ছাত্রলীগ সভাপতি জাহিদুল ইসলাম বাবুর চিকিৎসায় সাহায্য চেয়ে ভিসি বরাবর লিখিত দরখাস্ত করেছে নবাব সিরাজউদ্দৌলা হলের ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক গৌতম রায়,

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

শেকৃবিতে ছাত্রলীগের স্মার্ট চাঁদাবাজি!

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. আনিচুর রহমান ও তাদের অনুসারী মো. শামীম হাসান।

৩০ মে করা ওই দরখাস্তে লেখা হয়েছে জাহিদুল ইসলাম বাবু সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছেন। তার চিকিৎসায় অনেক টাকার প্রয়োজন, যা তার পরিবার বহন করতে পারছে না। এমতাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থী তাদের বৃত্তির টাকা থেকে ২০০ টাকা সাহায্য করতে সম্মত হয়েছেন। টাকা দিতে আগ্রহী সব শিক্ষার্থীর নাম, শ্রেণী ও সাক্ষর সংবলিত দরখাস্ত দেখে ভিসি ওইদিনই সন্দেহ করেন, তিনি স্বাক্ষরগুলো যাচাই করার জন্য একাডেমিক শাখার ডেপুটি রেজিস্ট্রার চৌধুরী আবদুল্লাহ আল ফারুকের নিকট পাঠান।

শিক্ষার্থীদের দেয়া স্বাক্ষরগুলো সঠিক কি না তা যাচাই করার জন্য ডেপুটি রেজিস্ট্রার ৪ জুন একটি বিজ্ঞপ্তি দেন। বিজ্ঞপ্তি দেখে শিক্ষার্থীরা একাডেমিক শাখায় যোগাযোগ করলে তারা তাদের স্বাক্ষর জাল করে টাকা উত্তোলনের আবেদন করার বিষয়টি নিশ্চিত হন। এদিকে একাডেমিক শাখায় গিয়ে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমবর্ষ থেকে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ২৩১৯ শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর নকল করে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বৃত্তির টাকা থেকে ২০০ টাকা করে সর্বমোট ৪ লাখ ৬৩ হাজার ৮০০ টাকা উত্তোলনের আবেদন করা হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের কয়েক শিক্ষার্থী অভিযোগ করে বলেন, কে অসুস্থ, কাকেই বা সাহায্য করতে হবে এ বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না। আমাদের স্বাক্ষর নকল করা হয়েছে শুধু এটা জানি। যারা এ কাজ করেছে তাদের উপযুক্ত বিচার আশা করছি।

ডেপুটি রেজিস্ট্রার চৌধুরী আবদুল্লাহ আল ফারুক জানান, শিক্ষার্থীদের স্বাক্ষর জালিয়াতির বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে। আমরা এই মর্মে একটি অভিযোগ গঠন করে শিগগিরই রেজিস্ট্রার বরাবর পাঠাব।

স্বাক্ষর নকল করে আবেদনকারী ওই তিন ছাত্রলীগ নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করলে আনিচুর রহমান মুঠোফোনে যুগান্তরকে বলেন, বাবু (কবি নজরুল হল সভাপতি) অসুস্থ, এটা ক্যাম্পাসের সবাই জানে। তার সাহায্যের জন্য আমরা টাকা চেয়েছি। এতে অনেকে স্বাক্ষর করেছেন আবার কেউ কেউ ক্যাম্পাসের বাইরে থাকায় তাদের বন্ধুবান্ধব তাদের হয়ে স্বাক্ষর করে দিয়েছেন। এছাড়া এ ক্যাম্পাসে টাকা তোলা এটাই নতুন নয়, সব সময় এভাবেই কাজটি হয়ে থাকে। অপর দু'জনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তাদের পাওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে জানতে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি নাজমুল হক ও সাধারণ সম্পাদক দেবাশীস দাসের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাদের পাওয়া যায়নি।